দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 3 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা ছিল ২০০৯ সালে সর্বাধিক আলোচিত ইস্যু

রিয়াজ চৌধুরী : শিক্ষাকে ঘিরে ২০০৯ সালে আলোচনার অন্ত ছিল না। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ এবং সিদ্ধান্তের তিন মাসের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন ও ফল প্রকাশ বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া নতুন এমপিওভুক্তির নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ, অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর আপসহীন ঘোষণাও ছিল বছরের আলোচিত ইস্যু। এক বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে মহাজোট সরকারের প্রত্যাশিত সাফল্য এসেছে বলে মনে করেন শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টরা। সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আনতে সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যেই গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ হাতে নেয় মন্ত্রণালয়। এজন্য জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কবীর চৌধুরীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রফেসর কাজী খলীকুজ্জমানকে কো-চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। এবারে শিক্ষা নীতির খসড়া প্রস্তুতের পরে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়ার পরে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত নেয়ার পরে প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এরপরে প্রাথমিক খসড়া প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জমা দেয়া হয়। শিগগিরই মন্ত্রিসভায় নীতিমালাটি পাস করা হবে বলে জানা গেছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা বৈষম্য দূর করতে একমুখী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। এজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার কথাও নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। সবচেয়ে আলোচিত বিষয়টি হলো- নীতিমালাটি এ সরকারের আমলেই বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। যদিও এর আগে কোন শিক্ষানীতিই সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে এমপিওভুক্তি। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বাজেটে তিনশ' কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দেয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃঃ ১৫ কঃ ৬

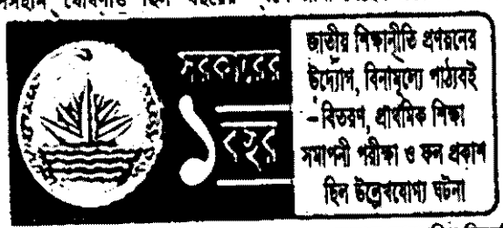

শিক্ষা ছিল ২০০৯ সালে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমপিওভুক্তির আবেদন জমা নেয়। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় এমপিদের মাধ্যমে এ আবেদন করে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে এমপিওভুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নীতিমালা প্রণয়ন করে এমপিওভুক্তির কাজ শুরু করেছে।

সরকার ক্ষমতায় আসার পরের মাসেই যে চ্যালেঞ্জটি মোকাবিলা করেছে সেটি হলো- শিক্ষা বছরের শুরুতে সময়মতো বিনামূল্যে পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার মালিকদের কারসাজির কারণে সময়মতো পাঠ্যবই পৌঁছায়নি। প্রতিবার বই ছাপাতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করে কালোবাজারির আশ্রয় নিয়েছিল তারা। ২০০৮ সালের শেষের দিকে প্রকাশকদের কালোবাজারির কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠন করেও সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়নি। সবশেষে পুস্তক প্রকাশকদের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিনামূল্যে বই বিতরণের উদ্যোগ নেয়। এজন্য বই প্রকাশে দরপত্র আহবানসহ বিভিন্ন কাজ তদারকির জন্য শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এর মাঝেই গত ১৫ অক্টোবর এনসিটিবির গোডাউনে আগুন লাগে। এরপরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আশা করছে প্রায় ৯৫ শতাংশ বিনামূল্যের বই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হবে। এটি সরকারের বড় সাফল্য বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। কারণ শুধুমাত্র বই কেনার টাকার অভাবে অনেক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। এর মাধ্যমে সরকার ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রাথমিক স্তরে সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে নতুন বই দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রাথমিকে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে বিনামূল্যে অর্ধেক নতুন এবং অর্ধেক পুরোনো বই দেয়া হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সবাইকে নতুন বই দেয়ার চেষ্টা করলেও দাতাদের সংশ্লিষ্টতা থাকায় স্বল্পসময়ে ওই উদ্যোগের বাস্তবায়ন হয়নি। ওই ভালো উদ্যোগটির বাস্তবায়ন হয়েছে বর্তমান সরকারের সময়ে। প্রাথমিকে বিনামূল্যে সব নতুন বই এবং মাধ্যমিকে প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে বই দেয়ার জনপ্রিয় কাজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও অনেকের ভূমিকা ও উদ্যোগ ছিল।

সরকার দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। সরকার প্রস্তাবিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে অন্তত প্রতিটি থানায় একটি করে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এছাড়া কারিগরি শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে সামাজিক প্রচারণা জোরদারের কথাও ভাবছে সরকার। একাধিকবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেছেন।

বহু আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হলো শিশুদের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা। মন্ত্রিপরিষদ তিন মাস আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশের মতো এত বড় একটি কাজ করে ফেলেছে। এ পরীক্ষার ফলাফলেই ট্যালেন্টপুল এবং সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। এ বছরে দেশের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা আগের চেয়েও কমেছে। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় পাসের হার বেড়েছে।

এছাড়া সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া সবচেয়ে বেশি লেগেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। দীর্ঘদিনের সমস্যা থাকতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল সেটির বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা জারি করা হয়। শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োগ-বদলি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ছিল। সরকারের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রশাসনে ঠাঁই দেয়ার বিষয়টি ছিল সমালোচনার শীর্ষে। নিয়োগ-বদলি নিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি কম হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে দুর্নীতির সাথে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রমাণ হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দেন। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে যাবতীয় তথ্য-উপাত্তসহ যেকোন আদেশ ও পরিপত্র পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়া শিক্ষায় বছরজুড়ে আলোচিত-সমালোচিত বিষয় ছিল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন। একশ্রেণীর প্রভাবশালী প্রতারক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে সনদ বিক্রি করছে। প্রচলিত আইন দিয়ে তাদের ঠেকানো যাচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ তৈরি ও অনুমোদন করেছিল। বর্তমান সরকার এই অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদে পাস করেনি। নতুন আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হলেও তা সংসদ এখনো চূড়ান্ত করেনি। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও তা যেকোনো মুহূর্তে ঝুলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে।